গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর
(রাজস্ব শাখা)
www.jamalpur.gov.bd

স্মারক নম্বর- ৩১.৪৫.৩৯০০.০১৩.১২.০০৩(২).০৩- ৬১৮ তারিখঃ ১২/০৪/২০২৬ খ্রি.

জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহবান

বিজ্ঞপ্তি নং-০২/১৪৩৩

'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯' অনুযায়ী জামালপুর জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাধীন ২০.০০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে (বদ্ধ) নিম্নে বর্ণিত জলমহাল সমূহ ১লা বৈশাখ ১৪৩৩ হতে ৩০ চৈত্র ১৪৩৫ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হবে। নির্দিষ্ট ফরমে আবেদনের জন্য প্রতিটি দরপত্র/আবেদন ফরম ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা নগদ মূল্যে (অফেরতযোগ্য) দরপত্র দাখিলের আগের দিন পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময় রাজস্ব শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর হতে সংগ্রহ করা যাবে। ১ম পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৈধ দরপত্র/আবেদনপত্র পাওয়া না গেলে ২য় ও ৩য় পর্যায়ে বর্ণিত তারিখ পর্যন্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পর্যায়ক্রমে কার্যকর থাকবে। এতদসংক্রান্ত যেকোনো তথ্যাদি প্রতিদিন অফিস চলাকালীন এ কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা (রুম নং-১০৭) হতে জানা যাবে এবং এ সংক্রান্ত শর্তাবলী আবেদনের সহিত সরবরাহ করা হবে।

দরপত্র/আবেদন ফরম বিক্রি ও গ্রহণের তারিখ

পর্যায়	দরপত্র ফরম বিক্রয়ের তারিখ	দরপত্র ফরম দাখিলের তারিখ ও সময়	দরপত্র ফরম খোলার তারিখ ও সময়	দরপত্র ফরম প্রাপ্তির স্থান	দরপত্র ফরম দাখিলের স্থান
১	২	৩	৪	৫	৬
১ম পর্যায়	১৬/০৪/২০২৬ খ্রি. হতে ২২/০৪/২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত	২৩/০৪/২০২৬ খ্রি. তারিখ দুপুর ১:০০ টা পর্যন্ত	২৩/০৪/২০২৬ খ্রি. তারিখ বিকাল ৩:০০ টা পর্যন্ত	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর এর রাজস্ব শাখা (রুম নং-১০৭)	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর এর রাজস্ব শাখা
২য় পর্যায়	৩০/০৪/২০২৬ খ্রি. হতে ০৬/০৫/২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত	০৭/০৫/২০২৬ খ্রি. তারিখ দুপুর ১:০০ টা পর্যন্ত	০৭/০৫/২০২৬ খ্রি. তারিখ বিকাল ৩:০০ টা পর্যন্ত	ঐ	ঐ
৩য় পর্যায়	১৪/০৫/২০২৬ খ্রি. হতে ২০/০৫/২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত	২১/০৫/২০২৬ খ্রি. তারিখ দুপুর ১:০০ টা পর্যন্ত	২১/০৫/২০২৬ খ্রি. তারিখ বিকাল ৩:০০ টা পর্যন্ত	ঐ	ঐ

১৪৩৩-১৪৩৫ বাংলা সন মেয়াদে ইজারাযোগ্য জলমহালের তফসিল ও ইজারামূল্য

ক্র: নং	উপজেলার নাম	জলমহালের নাম	জলমহালের আয়তন (একরে)	সম্ভাব্য সরকারি মূল্য (প্রতি বছর)	প্রস্তাবিত ইজারার মেয়াদ	মন্তব্য
১	জামালপুর সদর	আড়ালিয়া বিল	৩০.৩১০০	২৪,১২০/-	১৪৩৩-১৪৩৫	
২		নালিখালি বিল	২৭.৩৭০০	১৮,৩৯৭/-	১৪৩৩-১৪৩৫	কোনো জলমহালের বিষয়ে আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা/ভিন্ন কোন সিদ্ধান্ত বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অন্য কোন সিদ্ধান্ত থাকলে জলমহালটি তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে।
৩		রুহ বিল	৭২.২৪০০	৩০,৬৬১/-	১৪৩৩-১৪৩৫	
৪		ডোবাইল বিল	৪০.০০০০	২৪,৫২৯/-	১৪৩৩-১৪৩৫	
৫		মরা ডোবাইল বিল	৩০.৪৭০০	১৮,৩৯৭/-	১৪৩৩-১৪৩৫	
৬		ভূগলি বিল	৩৩.০০০০	১৮,৩৯৭/-	১৪৩৩-১৪৩৫	
৭		সিঙ্গার বিল	২১.৫৯০০	১৪,৭১৭/-	১৪৩৩-১৪৩৫	
৮		ঘাকুড়া বিল	৪২.১৭০০	১৫,৮১৮/-	১৪৩৩-১৪৩৫	
৯		বড় বিল	২৩.৯১০০	২৪,৫২৯/-	১৪৩৩-১৪৩৫	
১০		দুবলি বিল	২২.৪৭০০	৪৮,৫৫৬/-	১৪৩৩-১৪৩৫	
১১	মেলান্দহ	রৌমারী বিল	৪৯.২৮০০	২৪,৭৬৩/-	১৪৩৩-১৪৩৫	
১২	সরিষাবাড়ী	শিশুয়া জলকর	২৭.৩২০০	১৩,৩৯৬/-	১৪৩৩-১৪৩৫	
১৩	মাদারগঞ্জ	চিড়াভিজা বিল	৪৫.৬৯০০	৩৩,৪৮২/-	১৪৩৩-১৪৩৫	
১৪	ইসলামপুর	পাঁচবহলা বিল	৩০.৭৮০০	১৭,৬৮৮/-	১৪৩৩-১৪৩৫	
১৫		বলিয়াদহ ঢেংগারগড় বিল	৩৬.৭৫০০	৩৬,০৫৭/-	১৪৩৩-১৪৩৫	
১৬	বকশীগঞ্জ	সিংগীডোবা বিল	৮১.৪৯০০	৩,০২,৭৫০/-	১৪৩৩-১৪৩৫	
১৭	দেওয়ানগঞ্জ	পিয়ারের ছড়া বিল	৩০.৪২০০	৪৭,২৫০/-	১৪৩৩-১৪৩৫	

চলমান পাতা-০২

সাধারণ আবেদনের মাধ্যমে জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির শর্তাবলী ঃ (২০ একরের উর্ধ্বে)

১। আবেদনকারী কর্তৃক জলমহালটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে আবেদন দাখিল করতে হবে। আবেদন দাখিল বা ইজারা প্রাপ্তির পর জলমহালের আকার/আয়তন/কোনো অংশ ভরাট হয়ে গেছে মর্মে কোনো প্রশ্ন বা দাবি উত্থাপন করা যাবে না।

২। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

৩। নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত তারা আবেদন করতে পারবে এবং জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। কোনো ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

৪। উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোনো সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না।

৫। আবেদনের সাথে প্রকৃত মৎসজীবী সমবায় সমিতির সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা(ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করতে হবে এবং সদ্য তোলা ০৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি দাখিল করতে হবে।

৬। আবেদনের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি ও ব্যাংক সলভেন্সির প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে।

৭। আবেদনকারী সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণ স্বরূপ জেলা/উপজেলা সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে এবং বিগত ০২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন নিবন্ধিত সমিতির ক্ষেত্রে অডিট রিপোর্ট প্রয়োজন হবে না।

৮। মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতির কোন জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বে কোনো জলমহালের ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য আদালতে কোনো মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে কোন জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

৯। জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারামূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে দাখিল করবেন। লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরৎ প্রদান করা হবে।

১০। কাটাকাটি/ঘষামাজা বা অস্পষ্ট দরপত্র/আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়াও ভুল/মিথ্যা তথ্য সংবলিত এবং অসম্পূর্ণ আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

১১। সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য অনিয়মের কারণে কোনো জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২। লীজগ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোনো অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোনো উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে তাহলে জেলা প্রশাসক উক্ত লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লীজগ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোনো আবেদন করতে পারবে না।

১৩। ইজারাগ্রহীতাকে দরপত্রে উল্লিখিত ইজারা মুল্যের অতিরিক্ত ১০% হারে আয়কর, ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং গৃহীত ইজারা মুল্যের সাকুল্য টাকা (ইজারা মূল্য, আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর) ইজারাপ্রাপ্তির ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করে নিজ দায়িত্বে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করে জলমহাল এর দখল বুঝে নিতে হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্র তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং ৩য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ২য় বছরের ১৫ চৈত্র তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ইতোপূর্বে জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত হবে এবং জলমহাল পুনঃইজারা/বন্দোবস্তের ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১৪। আবেদন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাগজপত্রসহ ও জামানতের মূল কপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দাখিলের সময় খামের উপর উপজেলার নামসহ জলমহালের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

১৫। ইজারামূল্য পরিশোধের পর অনুমোদিত আবেদনকারী সমিতি/সংগঠন স্ব-উদ্যোগে ইজারা চুক্তি সম্পাদনক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস হতে নিজ উদ্যোগে জলমহালের দখল গ্রহণ করবেন। অন্যথায় যথাসময়ে জলমহালের দখল না পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণ করা হবে না কিংবা কোনো কর্তৃপক্ষ বা কোনো আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না। লীজচুক্তি সম্পাদন ব্যতীত জলমহালের দখল প্রদান করা হবে না।

১৬। যে জলমহালের বিষয়ে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা/ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অন্য কোনো সিদ্ধান্ত থাকলে বালুমহালটি তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। জলমহাল ইজারার মেয়াদ চলাকালীন আদালতের স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/নিষেধাজ্ঞা প্রদান/বলবৎ এর কারণে ইজারাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্থ হলে তার কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাবে না।

১৭। বছরের যে কোনো সময়ে ইজারা প্রদান করা হোক না কেন উক্ত ইজারা ১ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ হতে ৩০ চৈত্র ১৪৩৫ বঙ্গাব্দের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১৮। মামলা জনিত কারণে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইনসঙ্গত কারণে জলমহালসমূহের সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না/ক্ষতিপূরণ চেয়ে জলমহাল ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধির কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন্য কোন কর্তৃপক্ষ কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা যাবে না।

১৯। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরনের কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।

২০। লীজগ্রহীতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন এবং সংরক্ষণ করবেন, যাতে কেউ সংশ্লিষ্ট জলমহালে অনুপ্রবেশ বা বেআইনীভাবে দখল না করে তা নিশ্চিত করবেন।

চলমান পাতা- ০৩

২১। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দরপত্র দাখিল না করলে পরবর্তীতে কোনো ক্রমেই তা গ্রহণ করা হবে না।

২২। জলমহালের কোনো অংশে স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ/প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যাতে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৩৩ ধারা অথবা ১৯৫০ সালের মৎস্য সংরক্ষণ আইনের কোন বিধান লঙ্ঘিত হয়।

২৩। অনুমোদিত ইজারাগ্রহীতা সরকার বা কালেক্টর কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। কালেক্টর বা সরকারি মৎস্য বিভাগ কর্তৃক সকল আদেশ/নিষেধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন। মৎস্য আহরণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাইল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

২৪। জলমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সরকারি আইন, বিধিমালার সকল শর্তাবলি এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও সময়ে সময়ে জারিকৃত এ সংক্রান্ত যেকোনো আদেশ/নিষেধ এবং বিধি বিধানও ইজারাগ্রহীতা অবশ্যই মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

২৫। কোনো দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের বিষয়ে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পরিবর্তন/পরিবর্ধন/স্থগিত/বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১২/০৪/২৬

মোহাম্মদ ইউসুপ আলী
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
জামালপুর।
ফোন নং- ০২৯৯৭৭৭২১২৩
ই-মেইল dcjamalpur@mopa.gov.bd

স্মারক নম্বর- ৩১.৪৫.৩৯০০.০১৩.১২.০০৩(২).০৩- ৬১৮ তারিখ: ১২/০৪/২০২৬ খ্রি.

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।
৪। পুলিশ সুপার, জামালপুর।
৫। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), জামালপুর।
৬। প্রশাসক, জামালপুর/সরিষাবাড়ী/মেলান্দহ/ইসলামপুর/মাদারগঞ্জ/দেওয়ানগঞ্জ/বকশীগঞ্জ পৌরসভা, জামালপুর (নোটিশ বোর্ডে বহুল প্রচারের জন্য)।
৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,----------(সকল), জামালপুর (নোটিশ বোর্ডে বহুল প্রচারের জন্য)।
৮। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জামালপুর।
৯। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, জামালপুর।
১০। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জামালপুর।
১১। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জামালপুর।
১২। উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, জামালপুর।
১৩। বিভাগীয় বন সংরক্ষক/সহকারী বন সংরক্ষক, জামালপুর।
১৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি),----------(সকল), জামালপুর (নোটিশ বোর্ডে বহুল প্রচারের জন্য)।
১৫। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা----------(সকল), জামালপুর।
১৬। সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর (বিজ্ঞপ্তিটি জেলা ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ করার অনুরোধসহ)।
১৭। অফিস কপি।

১২/০৪/২৬

শাহীন কাওছার
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর
ও
সদস্য সচিব
জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
জামালপুর।